বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর বার্ষিক অডিট রিপোর্ট

রিপোর্টের সন ঃ ২০১৭-২০১৮

প্রথম খণ্ড

[অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর) ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের হিসাব সম্পর্কিত]

স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ -১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর বার্ষিক অডিট রিপোর্ট

রিপোর্টের সন ঃ ২০১৭-২০১৮

প্রথম খণ্ড

[অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর) ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের হিসাব সম্পর্কিত]

স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ -১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১	মুখবন্ধ	
২	প্রথম অধ্যায়	১
	অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ	৩
	অডিট বিষয়ক তথ্য	৫
	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	৫
	অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ	৫
	অডিটের সুপারিশ	৫
৩	দ্বিতীয় অধ্যায় (অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)	৭-৩১
৪	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	৩১
৫	অনুচ্ছেদ ভিত্তিক পরিশিষ্ট	দ্বিতীয় খণ্ড

মুখবন্ধ

১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১২৮(১) অনুযায়ী বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবসমূহ এবং সকল আদালত, সরকারি কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীর হিসাব নিরীক্ষা করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

২। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এর নিয়ন্ত্রণাধীন বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর) অফিসের ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের আর্থিক কার্যক্রমের ওপর স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে নিরীক্ষাপূর্বক এ প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারি সম্পদ ও অর্থ আদায়ের ক্ষেত্রে চিহ্নিত গুরুত্বপূর্ণ অনিয়মসমূহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনের নজরে আনয়ন করাই এ নিরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য।

৩। নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, সরকারি অর্থ আদায়ে প্রচলিত বিধি-বিধান পরিপালন, একই ধরনের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি না ঘটানো ও পূর্ববর্তী নিরীক্ষার সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন না করা বিষয়ে কর্তৃপক্ষের মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয়তা এ প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়েছে।

৪। এ প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত ১৪ টি অনুচ্ছেদে বর্ণিত অনিয়মসমূহ অফিস প্রধানসহ সংশ্লিষ্ট বিভাগের মূখ্য হিসাবদানকারী কর্মকর্তা বরাবর উপস্থাপন করা হয়েছে এবং প্রাপ্তি সাপেক্ষে তাঁদের লিখিত জবাব বিবেচনাপূর্বক এ প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়েছে।

৫। এ নিরীক্ষা সম্পাদন ও প্রতিবেদন প্রণয়নে বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কর্তৃক জারিকৃত Government Auditing Standards অনুসরণ করা হয়েছে।

৬। জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী এ নিরীক্ষা প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখ ঃ ১৫/০৭/১৪২৭ বঙ্গাব্দ
২৯/০৭/২০২০ খ্রিস্টাব্দ।

(মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী)
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নং	শিরোনাম	জড়িত টাকার পরিমাণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১.	করদাতা/প্রতিষ্ঠানের আয়কর নথি নিরীক্ষায় উপস্থাপন না করায় সংবিধানের ১২৮(১) অনুচ্ছেদ লঙ্ঘন	-	৯-১০
২.	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ কর্তৃক অনুমোদন সীমার অতিরিক্ত দাবিকৃত ব্যয় মোট আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ কম ধার্য	১৩,১৪,৮১,৭৫৪/-	১১-১২
৩.	গ্রামীন ফোন লিঃ কর্তৃক প্রকৃত বিক্রয় অপেক্ষা বার্ষিক প্রতিবেদনে বিক্রয় কম প্রদর্শন করে মোট আয় কম নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ কম প্রদান	১৫৮,৪১,১৩,০৩০/-	১৩-১৪
৪.	ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ কোং লিঃ কর্তৃক প্রকৃত বিক্রয় অপেক্ষা বার্ষিক প্রতিবদনে বিক্রয় কম প্রদর্শন করে মোট আয় কম নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ কম প্রদান	৫৬,৭৮,৭৭,৭৩৯/-	১৫-১৬
৫.	বিএসআরএম স্টীল মিলস্ লিঃ কর্তৃক অননুমোদিত বিনিয়োগ করদাতার আয় হিসাবে গণ্য না করায় আয়কর ও সরল সুদ বাবদ কম প্রদান	৬৫,৯৯,৯০,০০৭/-	১৭
৬.	রবি আজিয়াটা লিঃ কর্তৃক অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ কম প্রদান	১৭,২৬,৮১,০৭৫/-	১৮-১৯
৭.	সানোফি (বাংলাদেশ) লিমিটেড কর্তৃক প্রকৃত বিক্রয় অপেক্ষা বার্ষিক প্রতিবেদনে বিক্রয় কম প্রদর্শন করে মোট আয় কম নিরূপণ করায় আয়কর ও সরল সুদ বাবদ কম প্রদান	১১,৪৫,৯৮,৮২৩/-	২০-২১
৮.	মদিনা সিমেন্ট ইন্ডাঃ লিমিটেড কর্তৃক সরকার নির্ধারিত হারে করারোপ না করায় আয়কর বাবদ কম আদায়	৬,০৫,১৫,৭৮০/-	২২
৯.	মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিঃ কর্তৃক অননুমোদনযোগ্য ব্যয় মোট আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ কম প্রদান	২,৬৪,১৩,০৭৯/-	২৩-২৪
১০.	রিজেন্ট টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ কর্তৃক রপ্তানি মূল্যের উপর উৎসে কর্তনযোগ্য করের বিপরীতে আয় নিরূপণ না করায় আয়কর বাবদ কম প্রদান	১,২৪,০০,৫৪৭/-	২৫
১১.	এপেক্স ট্যানারী লিঃ কর্তৃক অননুমোদনযোগ্য ব্যয় মোট আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ কম প্রদান	৬৭,৭২,৩৭৫/-	২৬-২৭
১২.	ঢাকা ব্যাংক লিঃ কর্তৃক অননুমোদনযোগ্য ব্যয় মোট আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ কম প্রদান	৪৫,০৬,৩৭০/-	২৮-২৯
১৩.	এপেক্স ফুটওয়্যার লিঃ কর্তৃক রপ্তানি মূল্যের উপর উৎসে কম কর্তিত করের বিপরীতে আয় নিরূপণ না করায় আয়কর বাবদ কম প্রদান	৯৩,৭৮,৬৭৩/-	৩০
১৪.	আর,এ,কে সিরামিকস্ (বাংলাদেশ) লিঃ কর্তৃক অননুমোদনযোগ্য ব্যয় মোট আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ কম প্রদান	৫২,৬৩,১৩৪/-	৩১
	সর্বমোট	৩৩৫,৫৯,৯২,৩৮৬/-	

কথায় ঃ তিনশত পঁয়ত্রিশ কোটি ঊনষাট লক্ষ বিরানব্বই হাজার তিনশত ছিয়াশি টাকা মাত্র।

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষা অর্থ বৎসর	ঃ	২০১৬-২০১৭
নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান	ঃ	বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।
নিয়মানুগ নিরীক্ষা	ঃ	নিয়মানুগ নিরীক্ষা (Compliance Audit)
নিরীক্ষার সময়	ঃ	০৭/০২/২০১৮ খ্রিঃ হতে ২৫/০৪/২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত।
নিরীক্ষা পদ্ধতি	ঃ	▪ আয়কর নির্ধারণী প্রক্রিয়ার অডিট (Assessment Audit) ▪ দৈবচয়ন প্রক্রিয়ায় নমুনা নির্ধারণ। ▪ জিজ্ঞাসার মাধ্যমে তথ্যাদি সংগ্রহ।
সার্বিক তত্ত্বাবধান	ঃ	মহাপরিচালক, স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর।
ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	ঃ	▪ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা (Internal Audit) কার্যক্রমের আওতা বৃদ্ধি। ▪ পূর্ববর্তী নিরীক্ষার সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ।
অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ	ঃ	▪ সংশ্লিষ্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এবং আয়কর আইন, ১৯৯১ এর বিধিসমূহ পরিপালন না করা। ▪ অনুমোদনযোগ্য ব্যয় সীমার অতিরিক্ত ব্যয় অনুমোদন করা। ▪ প্রযোজ্য হার অপেক্ষা কম হারে করারোপ। ▪ প্রকৃত প্রাপ্তি অপেক্ষা কম প্রাপ্তি প্রদর্শন।
অডিটের সুপারিশ	ঃ	▪ সংশ্লিষ্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক আয়কর অধ্যাদেশ , ১৯৮৪ এবং আয়কর আইন, ১৯৯১ এর বিধিসমূহ যথাযথভাবে পরিপালন করা আবশ্যক। ▪ অনুমোদনযোগ্য ব্যয় সীমার অতিরিক্ত ব্যয় অনুমোদন না করা। ▪ প্রকৃত প্রাপ্তি অপেক্ষা প্রাপ্তি কম প্রদর্শন বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে মোট আয় নিরূপণ করা।

দ্বিতীয় অধ্যায়
(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

অনুচ্ছেদ নং-১

শিরোনাম ঃ করদাতা/প্রতিষ্ঠানের আয়কর নথি নিরীক্ষায় উপস্থাপন না করায় সংবিধানের ১২৮(১) অনুচ্ছেদ লঙ্ঘন।

বিবরণ ঃ কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা কার্যালয়ের ২০১৬-২০১৭ সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে বাংলাদেশ সংবিধানের ১২৮(১) অনুচ্ছেদের প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নবর্ণিত করদাতা/ প্রতিষ্ঠানের আয়কর নথি নিরীক্ষার জন্য চাহিদাপত্র ইস্যু করা হলে নিম্নবর্ণিত আয়কর নথিসমূহ পাওয়া যায়নি। উল্লেখ্য যে, ইতঃপূর্বে নিম্নবর্ণিত প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্য হতে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে নিরীক্ষা আপত্তি বিভিন্ন সালে সিএজি'র বার্ষিক অডিট রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। যেমন ঃ ব্র্যাক ব্যাংক লিঃ এর অনুরূপ নিরীক্ষা আপত্তি বার্ষিক অডিট রিপোর্ট ২০১৪-২০১৫ তে, ডাচ বাংলা ব্যাংক লিঃ এর ২০০৫-২০০৬ তে, ইষ্টার্ণ ব্যাংক লিঃ এর ২০০৫-২০০৬ তে, সাউথ ইস্ট ব্যাংক লিঃ এর ২০০৫-২০০৬, ২০০৬-২০০৭, ২০০৭-২০০৯ ও ২০১৪-২০১৫ তে, মুন্নু সিরামিকস্ লিঃ এর ২০১৪-২০১৫ তে, রহিম আফরোজ ব্যাটারী লিঃ এর ২০০৫-২০০৬, ২০১৩-২০১৪ তে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

ক্রঃ নং	করদাতা প্রতিষ্ঠানের নাম	কর বৎসর
০১.	ব্র্যাক ব্যাংক লিঃ	২০১৬-২০১৭
০২.	ডাচ বাংলা ব্যাংক লিঃ	২০১৬-২০১৭
০৩.	ইষ্টার্ণ ব্যাংক লিঃ	২০১৬-২০১৭
০৪.	যমুনা ব্যাংক লিঃ	২০১৬-২০১৭
০৫.	ফাস্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ	২০১৬-২০১৭
০৬.	ব্যাংক এশিয়া লিঃ	২০১৬-২০১৭
০৭.	এক্সিম ব্যাংক লিঃ	২০১৬-২০১৭
০৮.	আই ডি এল সি লিঃ	২০১৬-২০১৭
০৯.	এ বি ইনভেস্টমেন্ট লিঃ	২০১৬-২০১৭
১০.	বি ডি ফাইনান্স সিকিউরিটস লিঃ	২০১৬-২০১৭
১১.	সাউথ ইস্ট ব্যাংক ক্যাপিটাল সার্ভিস লিঃ	২০১৬-২০১৭
১২.	জীবন বীমা লাইফ ইন্সুরেন্স লিঃ	২০১৬-২০১৭
১৩.	র‍্যাংগস ইলেকট্রনিক্স লিঃ	২০১৬-২০১৭
১৪.	রিয়ালায়েন্স স্পিনিং মিলস	২০১৬-২০১৭
১৫.	মেঘনা ভেজিটেব্যল ওয়েল লিঃ	২০১৬-২০১৭
১৬.	উত্তরা মটরস লিঃ	২০১৬-২০১৭
১৭.	মুন্নু সিরামিকস্ লিঃ	২০১৬-২০১৭
১৮.	রহিম আফরোজ ব্যাটারী লিঃ	২০১৬-২০১৭
১৯.	জনাব এ বি সিদ্দিকুর রহমান	২০১৬-২০১৭
২০.	এ বি এম ফয়সাল আহমেদ চৌধুরী	২০১৬-২০১৭
২১.	ডাঃ মোসাদ্দেক হোসেন	২০১৬-২০১৭
২২.	এশিয়া প্যাসিফিক জেনারেল ইন্সুঃ লিঃ	২০১৬-২০১৭
২৩.	সিটি জেনারেল ইন্সুঃ লিঃ	২০১৬-২০১৭
২৪.	ইষ্টার্ণ ইন্সুঃ লিঃ	২০১৬-২০১৭
২৫.	আকিজ পার্টিকেল এন্ড হার্ডবোর্ড মিলস্ লিঃ	২০১৬-২০১৭

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ আপিল/ ট্রাইবুনাল ও পরিদর্শনে নথি গ্রহণ, শুনানী গ্রহণ ইত্যাদি কারণে নথিগুলি তাৎক্ষণিকভাবে উপস্থাপন করা সম্ভব হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ সময় সময় চাহিদাপত্র ইস্যু করা হলেও নথিগুলি অবস্থানের বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে নিরীক্ষাকে জানানো হয়নি। আপত্তিটিকে এআইআর এ অন্তর্ভুক্ত করে ব্রডশীট জবাব প্রদানের জন্য ১৪/০৫/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে স্থানীয় অফিস বরাবর পত্র প্রেরণ করা হলেও জবাব না পাওয়ায় ০৪/০৭/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ ইস্যু করা হয় এবং ০৯/০৮/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়, তারপরও জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব বরাবর ২৮/০৮/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারি করা হলে অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের স্মারক নং-০৮.০৩৭.০০১. ১১.০০.০২১.২০১০-৮০ তারিখ ঃ ২৩/০৯/২০১৮ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সর্বশেষ যে জবাব প্রদান করা হয় তাতে অন্যান্য আপত্তির জবাব পাওয়া গেলেও বর্ণিত আপত্তির প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়নি ফলে জবাবও পাওয়া যায়নি। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে এ কার্যালয়ের স্মারক নং ২৯৭১/রাজস্ব-৪/Entity Wide Audit/নি: প্র:/২০১৬-২০১৭/১৭৯ তারিখ ১৬/৫/২০১৯ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে জানানো হয়েছে যে, সংশ্লিষ্ট নথি নিরীক্ষায় উপস্থাপন না করার জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা কার্যালয়ের আওতাধীন ব্যক্তি করদাতা ও কোম্পানী করদাতার মোট সংখ্যা ১১৭৭টি। প্রাপ্ত রিটার্ণের সংখ্যা ৮১২টি। আয়কর নির্ধারণের নথি হতে অডিট প্লানে বর্ণিত নমুনায়নে নির্ধারিত করদাতার সংখ্যা ৬৩টি। উক্ত ৬৩টি করদাতার রিটার্ণ হতে ২৫টি করদাতার নথি নিরীক্ষায় পাওয়া যায়নি। সংশ্লিষ্ট নথিসহ তথ্যাদি নিরীক্ষায় উপস্থাপন না করায় দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-২

শিরোনাম ঃ **ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ কর্তৃক অনুমোদন সীমার অতিরিক্ত দাবিকৃত ব্যয় মোট আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ কম ধার্য ১৩,১৪,৮১,৭৫৪/- টাকা (তেরো কোটি চৌদ্দ লক্ষ একাশি হাজার সাতশত চুয়ান্ন টাকা মাত্র)।**

বিবরণ ঃ কর কমিশনারের কার্যালয়, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা এর ২০১৬-২০১৭ সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ এর ২০১৬-২০১৭ সনের কর নথি, বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ইনসেনটিভ বোনাস বাবদ অনুমোদনযোগ্য ব্যয় সীমার অতিরিক্ত পরিমাণ অনুমোদন করে মোট আয় কম নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ কম ধার্য করা হয়েছে ১৩,১৪,৮১,৭৫৪/- টাকা।

এ ক্ষেত্রে বৃহৎ করদাতা ইউনিট আয়কর আদায় করতে ব্যর্থ হয়েছে। সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের সরকারি আর্থ-ব্যবস্থাপনার দুর্বলতার কারণে সরকারি কোষাগারে আয়কর কম জমা হয়েছে। যথাসময়ে উক্ত অর্থ আদায় করা হলে সরকারের বাজেটে উহার ইতিবাচক প্রতিফলন ঘটতো। উল্লেখ্য অনুরূপ আপত্তি সিএজি'র বার্ষিক অডিট রিপোর্ট ২০০৭-২০০৯ (অডিট রিপোর্টের পৃষ্ঠা নং-৯, অনুচ্ছেদ-১) এ অন্তর্ভুক্ত আছে। উক্ত আপত্তি দশম জাতীয় সংসদের সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ২১তম বৈঠকে (চতুর্থ রিপোর্ট, নভেম্বর- ২০১৫) আলোচিত হয় এবং উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী "আপত্তিকৃত টাকার মধ্যে ২,৪১,১৯,৮৩১/- টাকা আদায় হওয়ায় ঐ অংশ নিষ্পত্তির সুপারিশ গ্রহণ করা হয়"। (পিএ কমিটির বৈঠকের তারিখ ঃ ০৫/৩/২০১৫ খ্রিঃ, ক্রমিক ৬.১.২(১), পৃষ্ঠা-২৪)।

[বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট '১' (পৃষ্ঠা: ১) দ্রষ্টব্য]।

অনিয়মের কারণ ঃ করদাতা কোম্পানি কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত বার্ষিক প্রতিবেদনের নোট-১৭.০০ Other Liabilities হেডে Incentive bonus payable বাবদ ১৫১,৭৩,৩২,৬০৬/- টাকা হতে পূর্ববর্তী বৎসরের ৫,৭৩,৩২,৬০৬/- টাকা দায় ব্যতীত বিবেচ্য বর্ষে ১৪৬,০০,০০,০০০/- টাকা দাবির বিপরীতে এলটিইউ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইনসেনটিভ বোনাস বাবদ ১২১,৪২,০৬,০৪৬/- টাকা অনুমোদন করা হয়। অর্থ আইন, ২০১৪ এর ধারা ১১(ঘ) অনুযায়ী "Net profit disclosed in the statement of accounts" এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কর নীতি শাখা কর্তৃক জারিকৃত "আয়কর পরিপত্র- ২০১৪" এর মাধ্যমে আয়করের ক্ষেত্রে আনীত পরিবর্তন সম্পর্কিত স্পষ্টীকরণ করা হয়েছে যে, আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৩০(জে) ধারা অনুসারে নিরূপিত করযোগ্য আয় যাই হোক না কেন অনুমোদনযোগ্য ইনসেনটিভ বোনাস নির্ধারণকালে নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণীতে প্রদর্শিত মুনাফাকে ভিত্তি হিসেবে গণ্য করা হবে। সুতরাং করদাতা কোম্পানির নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণীতে প্রদর্শিত প্রকৃত মুনাফা ৮৮৫,৫০,১৬,৫৯৭/- টাকার ১০% হারে এ খাতে অনুমোদনযোগ্য ৮৮,৫৫,০১,৬৬০/- টাকা। ইনসেনটিভ বোনাস বাবদ অনুমোদন সীমার অতিরিক্ত ব্যয় অনুমোদন (১২১,৪২,০৬,০৪৬ - ৮৮,৫৫,০১,৬৬০) = ৩২,৮৭,০৪,৩৮৬/- টাকা মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য হলেও তা করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের স্মারক নং-০৮.০৩৭.০০১.১১.০০.০২১.২০১০-৮০ তারিখ ঃ ২৩/০৯/২০১৮ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সর্বশেষ জবাবে জানানো হয় যে, আইনানুগভাবে করাদেশ সংশোধনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ আপত্তিটিকে এআইআর এ অন্তর্ভুক্ত করে ব্রডশীট জবাব প্রদানের জন্য ১৪/০৫/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে স্থানীয় অফিস বরাবর পত্র প্রেরণ করা হলেও জবাব না পাওয়ায় ০৪/০৭/২০১৮ খ্রিঃ

তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ ইস্যু করা হয় এবং ০৯/০৮/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়, তারপরও জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব বরাবর ২৮/০৮/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারি করা হলে অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের স্মারক নং-০৮.০৩৭.০০১.১১.০০.০২১.২০১০-৮০ তারিখ ঃ ২৩/০৯/২০১৮ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সর্বশেষ জবাবে জানানো হয় যে, আইনানুগভাবে করাদেশ সংশোধনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। সর্বশেষ জবাবের প্রেক্ষিতে এ কার্যালয়ের স্মারক নং ২৯৭১/রাজস্ব-৪/Entity Wide Audit/নিঃপ্রঃ/২০১৬-২০১৭/১৭৯ তারিখ ঃ ১৬/৫/২০১৯ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে জানানো হয়েছে যে, আইনানুগভাবে করাদেশ সংশোধনপূর্বক অডিট আপত্তিতে জড়িত টাকা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আয়কর বাবদ কম ধার্যকৃত টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করে অডিট অফিসকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং-৩

শিরোনাম ঃ **গ্রামীন ফোন লিঃ কর্তৃক প্রকৃত বিক্রয় অপেক্ষা বার্ষিক প্রতিবেদনে বিক্রয় কম প্রদর্শন করে মোট আয় কম নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ কম প্রদান ১৫৮,৪১,১৩,০৩০/- টাকা (একশত আটান্ন কোটি একচল্লিশ লক্ষ তেরো হাজার ত্রিশ টাকা মাত্র)।**

বিবরণ ঃ কর কমিশনারের কার্যালয়, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা এর ২০১৬-২০১৭ সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে গ্রামীণ ফোন লিঃ এর ২০১৬-২০১৭ কর সনের বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রকৃত বিক্রয় অপেক্ষা বার্ষিক প্রতিবেদনে বিক্রয় কম প্রদর্শন করে মোট আয় কম নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ কম প্রদান ১৫৮,৪১,১৩,০৩০/- টাকা। এ ক্ষেত্রে বৃহৎ করদাতা ইউনিট আয়কর আদায় করতে ব্যর্থ হয়েছে। সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের সরকারি আর্থ-ব্যবস্থাপনার দুর্বলতার কারণে সরকারি কোষাগারে আয়কর কম জমা হয়েছে। যথাসময়ে উক্ত অর্থ আদায় করা হলে সরকারের বাজেটে উহার ইতিবাচক প্রতিফলন ঘটতো।

[বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট '২' (পৃষ্ঠা: ২-৩) দ্রষ্টব্য]।

অনিয়মের কারণ ঃ (করদাতা কোম্পানী কর্তৃক 'মূল্য সংযোজন কর' বিধিমালা, ১৯৯১ এর বিধি ২৪(১) উল্লেখ করা হয়েছে- যেখানে মূসক-১৯ এর বর্ণনা আছে) মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়ে দাখিলকৃত ভ্যাট রিটার্নে (মূসক-১৯) নীট বিক্রয় (শুন্য হারে এবং কর অব্যাহতি বিক্রয়সহ) দেখানো হয়েছে ১১৫৯৭,৬৪,৮১,৮৭২/- টাকা। অপরদিকে আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত বার্ষিক প্রতিবেদনের নোট-২৪: বিক্রয় প্রদর্শন করা হয়েছে ১০৪৭৫,৪৩,৭২,০০০/- টাকা। ফলে ভ্যাট রিটার্ন অপেক্ষা আয়কর রিটার্নে বিক্রয় কম প্রদর্শন করা হয়েছে (১১৫৯৭,৬৪,৮১,৮৭২ - ১০৪৭৫,৪৩,৭২,০০০)= ১১২২,২১,০৯,৮৭২/- টাকা। আয়কর রিটার্নের সাথে বার্ষিক প্রতিবেদন কম প্রদর্শিত বিক্রয়ের উপর জি, পি রেশিও ৩৫.২৯% হিসাবে (১১২২,২১,০৯,৮৭২ × ৩৫.২৯%)= ৩৯৬,০২,৮২,৫৭৪/- টাকা নীট লাভ কম দেখানো হয়েছে, যা আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪, ৩৩(ই) ধারা অনুযায়ী মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য হলেও তা করা হয়নি। উল্লেখ্য আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪, ৩৩(ই) ধারায় বলা হয়েছে ২০ ধারার অধীনে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়নি এরূপ যে কোন প্রকারের অথবা যে কোন উৎস হতে উদ্ভূত আয় মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের স্মারক নং-০৮.০৩৭.০০১.১১.০০.০২১.২০১০-৮০ তারিখ ঃ ২৩/০৯/২০১৮ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সর্বশেষ জবাবে জানানো হয় যে, নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও ভ্যাট রিটার্নে (মূসক-১৯) প্রদর্শিত প্রাপ্তির পার্থক্য সম্পর্কিত উত্থাপিত অডিট ইস্যু বিষয়ে লিখিত ব্যাখ্যা দাখিল করেছে যা পর্যালোচনান্তে উত্থাপিত অডিট আপত্তিটি সঠিক নয় বলে প্রতীয়মান হয়। উল্লেখ্য যে, নিরীক্ষায় উত্থাপিত আপত্তিসহ অডিট ইস্যু নির্ধারণপূর্বক কর মামলাটি অডিটের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হতে অনুমোদন জ্ঞাপন করা হয়েছে। অডিট আপত্তির বিষয়গুলো আইনানুগভাবে বিবেচনা করে কর মামলা নিস্পত্তি করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ ভ্যাট রিটার্নে (মূসক-১৯) প্রদর্শিত নীট বিক্রয় টাঃ ১১৫৯৭,৬৪,৮১,৮৭২ দেখানো হলেও আয়কর রিটার্নের জন্য বার্ষিক হিসাব বিবরণীর ট্রেডিং একাউন্টে নীট বিক্রয় দেখানো হয়েছে টাঃ ১০৪৭৫,৪৩,৭২,০০০; অর্থাৎ একই প্রতিষ্ঠান দুই ক্ষেত্রে দুই রকম বিক্রয় মূল্য প্রদর্শন করেছে। ফলে আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে। বিধায়, আপত্তি সঠিক নয়- মর্মে যে বক্তব্য প্রদান করা হয়েছে, তা গ্রহণযোগ্য নয়। উল্লেখ্য যে, আপত্তিটিকে এআইআর এ অন্তর্ভুক্ত করে ব্রডশীট জবাব প্রদানের জন্য ১৪/০৫/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে স্থানীয় অফিস বরাবর পত্র প্রেরণ করা হলেও জবাব না পাওয়ায় ০৪/০৭/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ ইস্যু করা হয় এবং ০৯/০৮/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়, তারপরও জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব বরাবর ২৮/০৮/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারি করা হলে অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের স্মারক নং-০৮.০৩৭.০০১.১১.০০.০২১.২০১০-৮০ তারিখ ঃ ২৩/০৯/২০১৮ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সর্বশেষ জবাবে জানানো হয় যে, উত্থাপিত অডিট আপত্তিটি সঠিক নয় বলে প্রতীয়মান হয়। অডিট আপত্তির বিষয়গুলি আইনানুগভাবে বিবেচনা করে আয়কর মামলা নিষ্পত্তি করা হবে। সর্বশেষ জবাবের প্রেক্ষিতে এ কার্যালয়ের স্মারক নং ২৯৭১/রাজস্ব-৪/Entity Wide Audit/নি:প্র:/২০১৬-২০১৭/১৭৯ তারিখ ঃ ১৬/৫/২০১৯ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে জানানো হয়েছে যে, ভ্যাট রিটার্নে (মূসক-১৯) প্রদর্শিত নীট বিক্রয় অপেক্ষা বার্ষিক হিসাব বিবরণীর ট্রেডিং একাউন্টে কম বিক্রয় দেখানোর কোন সুযোগ নেই বিধায় জড়িত টাকা বিধি মোতাবেক আদায় করা আবশ্যক।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আয়কর বাবদ কম ধার্যকৃত টাকা আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করে অডিট অফিসকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং-৪

শিরোনাম ঃ **ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ কোং লিঃ কর্তৃক প্রকৃত বিক্রয় অপেক্ষা বার্ষিক প্রতিবেদনে বিক্রয় কম প্রদর্শন করে মোট আয় কম নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ কম প্রদান ৫৬,৭৮,৭৭,৭৩৯/- টাকা (ছাপ্পান্ন কোটি আটাত্তর লক্ষ সাতাত্তর হাজার সাতশত ঊনচল্লিশ টাকা মাত্র)।**

বিবরণ ঃ কর কমিশনারের কার্যালয়, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা এর ২০১৬-২০১৭ সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ কোং লিঃ এর ২০১৬-২০১৭ সনের কর নথি, বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিক্রয় কম প্রদর্শন করে মোট আয় কম নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ কম প্রদান করা হয়েছে ৫৬,৭৮,৭৭,৭৩৯/- টাকা। এ ক্ষেত্রে বৃহৎ করদাতা ইউনিট আয়কর আদায় করতে ব্যর্থ হয়েছে। সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের সরকারি আর্থ-ব্যবস্থাপনার দুর্বলতার কারণে সরকারি কোষাগারে আয়কর কম জমা হয়েছে। যথাসময়ে উক্ত অর্থ আদায় করা হলে সরকারের বাজেটে উহার ইতিবাচক প্রতিফলন ঘটতো।

[বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট '৩' (পৃষ্ঠা: ৪-৫) দ্রষ্টব্য]।

অনিয়মের কারণ ঃ করদাতা কোম্পানী কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত বার্ষিক প্রতিবেদনের নোট-১৮: স্থানীয় গ্রস বিক্রয় প্রদর্শন করা হয়েছে ১৪১৬৩,৮৫,৯৩,০০০/- টাকা। গ্রস বিক্রয় হতে সম্পূরক শুল্ক ও ভ্যাট বাবদ ১০৩৬১,৪২,১৬,০০০/- টাকা বাদ দিয়ে নীট স্থানীয় বিক্রয় প্রদর্শন করা হয়েছে ৩৮০২,৪৩,৭৭,০০০/- টাকা। অপরদিকে করদাতা কোম্পানী কর্তৃক 'মূল্য সংযোজন কর' বিধিমালা ১৯৯১ এর বিধি ২৪(১) অনুযায়ী "মুসক-১৯" এ বিক্রয়ের বিপরীতে ভ্যাট ও সম্পুরক শুল্ক প্রদর্শন করা হয়েছে ১০০৯১,৮৮,৯২,৩৫৭/- টাকা। ফলে বার্ষিক প্রতিবেদনে ভ্যাট ও সম্পুরক শুল্ক বাবদ বিক্রয় হতে অতিরিক্ত বিয়োজন করা হয়েছে (১০৩৬১,৪২,১৬,০০০-১০০৯১,৮৮,৯২,৩৫৭) = ২৬৯,৫৩,২৩,৬৪৩/- টাকা। বিক্রয় হতে অতিরিক্ত বিয়োজন করে আয় কম প্রদর্শনের কারনে জি,পি (গ্রস প্রফিট) রেশিও ৪৬.৮২% হিসাবে (২৬৯,৫৩,২৩,৬৪৩ × ৪৬.৮২%) = ১২৬,১৯,৫০,৫৩০/- টাকা নীট লাভ কম দেখানো হয়। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৩৩(ই) ধারায় বলা হয়েছে ২০ ধারার অধীনে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়নি এরূপ যে কোন প্রকারের অথবা যে কোন উৎস হতে উদ্ভূত আয় মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের স্মারক নং-০৮.০৩৭.০০১.১১.০০.০২১. ২০১০-৮০ তারিখ ঃ ২৩/০৯/২০১৮ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সর্বশেষ জবাবে জানানো হয় যে, নিরীক্ষায় উত্থাপিত আপত্তিসহ অডিট ইস্যু নির্ধারণপূর্বক কর মামলাটি অডিটের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হতে অনুমোদন জ্ঞাপন করা হয়েছে। অডিট আপত্তির বিষয়গুলো আইনানুগভাবে বিবেচনা করে কর মামলা নিষ্পত্তি করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ আপত্তিটিকে এআইআর এ অন্তর্ভুক্ত করে ব্রডশীট জবাব প্রদানের জন্য ১৪/০৫/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে স্থানীয় অফিস বরাবর পত্র প্রেরণ করা হলেও জবাব না পাওয়ায় ০৪/০৭/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ ইস্যু করা হয় এবং ০৯/০৮/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়, তারপরও জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব বরাবর ২৮/০৮/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারি করা হলে অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের স্মারক নং-০৮.০৩৭.০০১.১১.০০.০২১. ২০১০-৮০ তারিখ ঃ ২৩/০৯/২০১৮ খ্রিঃ এর সর্বশেষ জবাবে জানানো হয় যে, অডিট আপত্তির বিষয়গুলো আইনানুগভাবে বিবেচনা করে আয়কর মামলা নিষ্পত্তি করা হবে। সর্বশেষ জবাবের প্রেক্ষিতে এ কার্যালয়ের স্মারক নং ২৯৭১/রাজস্ব-৪/Entity Wide Audit/নিঃপ্রঃ/২০১৬-২০১৭/১৭৯ তারিখ ঃ ১৬/৫/২০১৯ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে জানানো হয়েছে যে, কর মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি করে অডিট আপত্তিতে জড়িত টাকা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আয়কর বাবদ কম ধার্যকৃত টাকা আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করে অডিট অফিসকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং-৫

শিরোনাম ঃ **বিএসআরএম স্টীল মিলস্ লিঃ কর্তৃক অননুমোদিত বিনিয়োগ করদাতার আয় হিসাবে গণ্য না করায় আয়কর ও সরল সুদ বাবদ কম প্রদান ৬৫,৯৯,৯০,০০৭/- টাকা (পঁয়ষট্টি কোটি নিরানব্বই লক্ষ নব্বই হাজার সাত টাকা মাত্র)।**

বিবরণ ঃ কর কমিশনারের কার্যালয়, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা এর ২০১৬-২০১৭ সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে বিএসআরএম ষ্টীল মিলস লিঃ এর ২০১৬-২০১৭ সনের কর নথি, বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অননুমোদিত বিনিয়োগ করদাতার আয় হিসাবে গণ্য না করায় আয়কর ও সরল সুদ বাবদ কম প্রদান করা হয়েছে ৬৫,৯৯,৯০,০০৭/- টাকা। এ ক্ষেত্রে বৃহৎ করদাতা ইউনিট আয়কর আদায় করতে ব্যর্থ হয়েছে। সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের সরকারি আর্থ-ব্যবস্থাপনার দুর্বলতার কারণে সরকারি কোষাগারে আয়কর কম জমা হয়েছে। যথাসময়ে উক্ত অর্থ আদায় করা হলে সরকারের বাজেটে উহার ইতিবাচক প্রতিফলন ঘটতো। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট '৪' (পৃষ্ঠা: ৬) দ্রষ্টব্য]।

অনিয়মের কারণ ঃ করদাতা কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত বার্ষিক অডিট রিপোর্টে (০১/০১/২০১৫ খ্রিঃ হতে ৩১/১২/২০১৫ খ্রিঃ সময়ের) শেয়ার ক্যাপিটাল বৃদ্ধি ১৮৭,১৩,৪৫,০০০/- টাকা প্রদর্শন করা হলেও আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ১৯(২৪) এর বিধান অনুযায়ী উক্ত বিনিয়োগের টাকা ব্যাংকিং চ্যানেলে লেনদেন করা হয়েছে মর্মে কোন প্রমাণপত্র আয়কর নথিতে পাওয়া যায়নি। ফলে উক্ত ধারার বিধান অনুযায়ী বিনিয়োগকৃত টাকা করদাতার আয় হিসাবে গণ্য এবং মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য হলেও তা করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের স্মারক নং-০৮.০৩৭.০০১.১১.০০.০২১.২০১০-৮০ তারিখ ঃ ২৩/০৯/২০১৮ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সর্বশেষ জবাবে জানানো হয় যে, নিরীক্ষায় উত্থাপিত আপত্তিসহ অডিট ইস্যু নির্ধারণপূর্বক কর মামলাটি অডিটের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হতে অনুমোদন জ্ঞাপন করা হয়েছে। অডিট আপত্তির বিষয়গুলি আইনানুগভাবে বিবেচনা করে কর মামলা নিষ্পত্তি করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ আপত্তিটিকে এআইআর এ অন্তর্ভুক্ত করে ব্রডশীট জবাব প্রদানের জন্য ১৪/০৫/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে স্থানীয় অফিস বরাবর পত্র প্রেরণ করা হলেও জবাব না পাওয়ায় ০৪/০৭/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ ইস্যু করা হয় এবং ০৯/০৮/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়, তারপরও জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব বরাবর ২৮/০৮/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারি করা হলে অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের স্মারক নং-০৮.০৩৭.০০১.১১.০০.০২১.২০১০-৮০ তারিখ ঃ ২৩/০৯/২০১৮ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সর্বশেষ জবাবে জানানো হয় যে, অডিট আপত্তির বিষয়গুলি আইনানুগভাবে বিবেচনা করে আয়কর মামলা নিষ্পত্তি করা হবে। সর্বশেষ জবাবের প্রেক্ষিতে এ কার্যালয়ের স্মারক নং ২৯৭১/রাজস্ব-৪/Entity Wide Audit/নি:প্র:/২০১৬-২০১৭/১৭৯ তারিখ ঃ ১৬/৫/২০১৯ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে জানানো হয়েছে যে, কর মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি করে অডিট আপত্তিতে জড়িত টাকা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আয়কর বাবদ কম ধার্যকৃত টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করে অডিট অফিসকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং-৬

শিরোনাম ঃ **রবি আজিয়াটা লিঃ কর্তৃক অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ কম প্রদান ১৭,২৬,৮১,০৭৫/- টাকা (সতেরো কোটি ছাব্বিশ লক্ষ একাশি হাজার পঁচাত্তর টাকা মাত্র)।**

বিবরণ ঃ কর কমিশনারের কার্যালয়, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা এর ২০১৬-২০১৭ সনের নিরীক্ষাকালে রবি আজিয়াটা লিঃ এর আয়কর নথি, বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অননুমোদনযোগ্য খরচকে আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ ১৭,২৬,৮১,০৭৫/- টাকা কম প্রদান করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বৃহৎ করদাতা ইউনিট আয়কর আদায় করতে ব্যর্থ হয়েছে। সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের সরকারি আর্থ-ব্যবস্থাপনার দুর্বলতার কারণে সরকারি কোষাগারে আয়কর কম জমা হয়েছে। যথাসময়ে উক্ত অর্থ আদায় করা হলে সরকারের বাজেটে উহার ইতিবাচক প্রতিফলন ঘটতো। উল্লেখ্য অনুরূপ আপত্তি সিএজি'র বার্ষিক অডিট রিপোর্ট ২০০৭-২০০৯ (অডিট রিপোর্টের পৃষ্ঠা নং-৯, অনুচ্ছেদ-১) এ অন্তর্ভুক্ত আছে। উক্ত আপত্তি দশম জাতীয় সংসদের সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ২১তম বৈঠকে (চতুর্থ রিপোর্ট, নভেম্বর- ২০১৫) আলোচিত হয় এবং উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী "আপত্তিকৃত টাকার মধ্যে ২,৪১,১৯,৮৩১/- টাকা আদায় হওয়ায় ঐ অংশ নিষ্পত্তির সুপারিশ গ্রহণ করা হয়"। (পিএ কমিটির বৈঠকের তারিখ ০৫/৩/২০১৫ খ্রিঃ, ক্রমিক ৬.১.২(১), পৃষ্ঠা-২৪)।
[বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট '৫' (পৃষ্ঠা: ৭) দ্রষ্টব্য]।

অনিয়মের কারণ ঃ করদাতা কোম্পানি কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত বার্ষিক প্রতিবেদনে নোট-৩১ এ ডিস্ট্রিবিউশন এক্সপেন্স হেডে: Subsidy on Acquisition (VAT & SD on SIM) বাবদ ৭৬,৭৩,১৬,০০০/- টাকা খরচ দাবী করা হয় । যা সিম কার্ডের ট্যারিফ মূল্যের উপর ভর্তুকি বাবদ যে ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক প্রদান করা হয়েছে, সেই পরিমাণ টাকাকে উক্ত খরচ হিসাবে দাবি করা হয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ নং-জারাবো/কর-৭/অ:আ:বি/০৪/২০০৫ তারিখ ঃ ১৫/০২/২০০৬ খ্রিঃ অনুযায়ী দাবিকৃত খরচ অননুমোদনযোগ্য। দাবিকৃত খরচ ভোক্তাদের দায় বিধায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ২৯ ধারায় "ব্যবসা বা পেশা হতে আয়" খাতে আয় নির্ধারণ করার সময় বেশ কিছু বিয়োজন বা বাদসমূহ বাদযোগ্য খরচ হিসেবে অনুমোদন করার নির্দেশনা আছে। আলোচ্য দাবিকৃত খরচটি উক্ত ধারা অনুযায়ী অনুমোদনযোগ্য খরচ হিসেবে বিবেচিত হয়নি বিধায় অন্যান্য আয় হিসাবে মোট আয়ের সাথে যোগযাগ্য হলেও তা করা হয়নি।

বার্ষিক প্রতিবেদনে নোট-৩২.১ প্রভিশন ফর ডাউটফুল ডেটস্ বাবদ ৪২,০০,৫৫,০০০/- টাকা ব্যয় দাবি করা হয়। দাবিকৃত উক্ত ব্যয় প্রকৃত খরচ নয়, অনুমিত ব্যয় দাবি যা আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ২৯ ধারা অনুযায়ী অনুমোদনযোগ্য নয় বিধায় মোট আয়ের সাথে যোগযাগ্য হলেও তা করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের স্মারক নং-০৮.০৩৭.০০১.১১.০০.০২১.২০১০-৮০ তারিখ ঃ ২৩/০৯/২০১৮ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সর্বশেষ জবাবে জানানো হয় যে, নিরীক্ষায় উত্থাপিত আপত্তিসহ অডিট ইস্যু নির্ধারণপূর্বক কর মামলাটি অডিটের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হতে অনুমোদন জ্ঞাপন করা হয়েছে। অডিট আপত্তির বিষয়গুলো আইনানুগভাবে বিবেচনা করে কর মামলা নিষ্পত্তি করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ আপত্তিটিকে এআইআর এ অন্তর্ভুক্ত করে ব্রডশীট জবাব প্রদানের জন্য ১৪/০৫/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে স্থানীয় অফিস বরাবর পত্র প্রেরণ করা হলেও জবাব না পাওয়ায় ০৪/০৭/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ ইস্যু করা হয় এবং ০৯/০৮/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়, তারপরও জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব বরাবর ২৮/০৮/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারি করা হলে অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের স্মারক নং-০৮.০৩৭.০০১. ১১.০০.০২১.২০১০-৮০ তারিখ ঃ ২৩/০৯/২০১৮ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সর্বশেষ জবাবে জানানো হয় যে, অডিট আপত্তির বিষয়গুলি আইনানুগভাবে বিবেচনা করে আয়কর মামলা নিষ্পত্তি করা হবে। সর্বশেষ জবাবের প্রেক্ষিতে এ কার্যালয়ের স্মারক নং ২৯৭১/রাজস্ব-৪/Entity Wide Audit/নিঃ প্র:/২০১৬-২০১৭/১৭৯ তারিখ ১৬/৫/২০১৯ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে জানানো হয়েছে যে, কর মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি করে অডিট আপত্তিতে জড়িত টাকা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আয়কর বাবদ কম ধার্যকৃত টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করে অডিট অফিসকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং-৭

শিরোনাম ঃ **সানোফি (বাংলাদেশ) লিমিটেড কর্তৃক প্রকৃত বিক্রয় অপেক্ষা বার্ষিক প্রতিবেদনে বিক্রয় কম প্রদর্শন করে মোট আয় কম নিরূপণ করায় আয়কর ও সরল সুদ বাবদ কম প্রদান ১১,৪৫,৯৮,৮২৩/- টাকা (এগারো কোটি পঁয়তাল্লিশ লক্ষ আটানব্বই হাজার আটশত তেইশ টাকা মাত্র)।**

বিবরণ ঃ কর কমিশনারের কার্যালয়, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা এর ২০১৬-২০১৭ সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে সানোফি (বাংলাদেশ) লিমিটেড এর ২০১৬-২০১৭ কর সনের বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রকৃত বিক্রয় অপেক্ষা বার্ষিক প্রতিবেদনে বিক্রয় কম প্রদর্শন করে মোট আয় কম নিরূপণ করায় আয়কর ও সরল সুদ বাবদ কম প্রদান করা হয়েছে ১১,৪৫,৯৮,৮২৩/- টাকা। এ ক্ষেত্রে বৃহৎ করদাতা ইউনিট আয়কর আদায় করতে ব্যর্থ হয়েছে। সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের সরকারি আর্থ-ব্যবস্থাপনার দুর্বলতার কারণে সরকারি কোষাগারে আয়কর কম জমা হয়েছে। যথাসময়ে উক্ত অর্থ আদায় করা হলে সরকারের বাজেটে উহার ইতিবাচক প্রতিফলন ঘটতো।

[বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট '৬' (পৃষ্ঠা: ৮-৯) দ্রষ্টব্য]।

অনিয়মের কারণ ঃ করদাতা আয়কর রিটার্নের সাথে বার্ষিক প্রতিবেদনের নোট-২৮: গ্রস বিক্রয় (এক্সপোর্টসহ) ৪০৪,১২,৩১,৮৭৭/- টাকা হতে ভ্যাট বাবদ ৫২,০৩,৬৮,৬৩৫/- টাকা বাদ দিয়ে নীট বিক্রয় ৩৫২,০৮,৬৩,২৪২/- টাকা প্রদর্শন করা হয়েছে। অপরদিকে করদাতা কোম্পানী কর্তৃক 'মূল্য সংযোজন কর' বিধিমালা ১৯৯১ এর বিধি ২৪(১) অনুযায়ী মূল্য সংযোজন কর কার্যালয়ে দাখিলকৃত ভ্যাট রিটার্নে (মূসক-১৯) নীট বিক্রয় (এক্সপোর্ট, এবং কর অব্যাহতি বিক্রয়সহ) মোট ৪৩১,৩৯,৭৩,১৬৯/- টাকা প্রদর্শন করে যার বিপরীতে প্রদেয় ভ্যাট দেখানো হয়েছে ৫২,০৩,৬৮,৬৩৫/- টাকা। ফলে ভ্যাট রিটার্ন অপেক্ষা আয়কর রিটার্নে বিক্রয় কম প্রদর্শন করা হয়েছে (৪৩১,৩৯,৭৩,১৬৯-৩৫২,০৮,৬৩,২৪২) = ৭৯,৩১,০৯,৯২৭/- টাকা। আয়কর রিটার্নের সাথে বার্ষিক প্রতিবেদন কম প্রদর্শিত বিক্রয়ের উপর জি,পি (গ্রস প্রফিট) রেশিও ৩৯.৩৩% হিসাবে (৭৯,৩১,০৯,৯২৭×৩৯.৩৩%)= ৩১,১৯,৩০,১৩৪/- টাকা নীট লাভ কম দেখানো হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৩৩(ই) ধারায় বলা হয়েছে ২০ ধারার অধীনে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়নি এরূপ যে কোন প্রকারের অথবা যে কোন উৎস হতে উদ্ভূত আয় মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের স্মারক নং-০৮.০৩৭.০০১.১১.০০.০২১.২০১০-৮০ তারিখ ঃ ২৩/০৯/২০১৮ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সর্বশেষ জবাবে জানানো হয় যে, নিরীক্ষায় উত্থাপিত আপত্তিসহ অডিট ইস্যু নির্ধারণপূর্বক কর মামলাটি অডিটের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হতে অনুমোদন জ্ঞাপন করা হয়েছে। অডিট আপত্তির বিষয়গুলো আইনানুগভাবে বিবেচনা করে কর মামলা নিষ্পত্তি করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ আপত্তিটিকে এআইআর এ অন্তর্ভুক্ত করে ব্রডশীট জবাব প্রদানের জন্য ১৪/০৫/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে স্থানীয় অফিস বরাবর পত্র প্রেরণ করা হলেও জবাব না পাওয়ায় ০৪/০৭/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম

অনুচ্ছেদ ইস্যু করা হয় এবং ০৯/০৮/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়, তারপরও জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব বরাবর ২৮/০৮/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারি করা হলে অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের স্মারক নং-০৮.০৩৭. ০০১.১১.০০.০২১.২০১০-৮০ তারিখ ঃ ২৩/০৯/২০১৮ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সর্বশেষ জবাবে জানানো হয় যে, অডিট আপত্তির বিষয়গুলো আইনানুগভাবে বিবেচনা করে আয়কর মামলা নিষ্পত্তি করা হবে। সর্বশেষ জবাবের প্রেক্ষিতে এ কার্যালয়ের স্মারক নং ২৯৭১/রাজস্ব-৪/Entity Wide Audit/ নিঃপ্র:/২০১৬-২০১৭/১৭৯ তারিখ ঃ ১৬/৫/২০১৯ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে জানানো হয়েছে যে, কর মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি করে অডিট আপত্তিতে জড়িত টাকা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আয়কর বাবদ কম ধার্যকৃত টাকা আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করে অডিট অফিসকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং-৮

শিরোনাম ঃ **মদিনা সিমেন্ট ইন্ডাঃ লিমিটেড-কে সরকার নির্ধারিত হারে করারোপ না করায় আয়কর বাবদ কম আদায় ৬,০৫,১৫,৭৮০/- টাকা (ছয় কোটি পাঁচ লক্ষ পনেরো হাজার সাতশত আশি টাকা মাত্র)।**

বিবরণ ঃ কর কমিশনারের কার্যালয়, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা এর ২০১৬-২০১৭ সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে মদিনা সিমেন্ট ইন্ডাঃ লিমিটেড এর ২০১৬-২০১৭ সনের কর নথি, বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, মদিনা সিমেন্ট ইন্ডাঃ লিমিটেড -কে সরকার নির্ধারিত হারে করারোপ না করায় আয়কর বাবদ ৬,০৫,১৫,৭৮০/- টাকা কম আদায় করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বৃহৎ করদাতা ইউনিট আয়কর আদায় করতে ব্যর্থ হয়েছে। সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের সরকারি আর্থ-ব্যবস্থাপনার দুর্বলতার কারণে সরকারি কোষাগারে আয়কর কম জমা হয়েছে। যথাসময়ে উক্ত অর্থ আদায় করা হলে সরকারের বাজেটে উহার ইতিবাচক প্রতিফলন ঘটতো।

[বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট '৭' (পৃষ্ঠা: ১০) দ্রষ্টব্য]।

অনিয়মের কারণ ঃ করদাতা কোম্পানি মদিনা সিমেন্ট ইন্ডাঃ লিঃ এর আয়কর নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, মদিনা সিমেন্ট ইন্ডাঃ লিমিটেড নন-পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানি, সুতরাং এর ক্ষেত্রে অর্থ আইন, ২০১৬ এর ধারা ৬৬ তফসিল-২ প্রথম অংশের অনুচ্ছেদ 'খ' এর নির্দিষ্ট কর হার অনুযায়ী ২০১৬-২০১৭ কর বছরে নন-পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানি (স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত নয় এমন কোম্পানি) হিসেবে মোট আয়ের উপর ৩৫% হারে আয়কর ধার্য ও আদায়যোগ্য ছিল, কিন্তু এক্ষেত্রে তা পরিপালন করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের স্মারক নং-০৮.০৩৭.০০১.১১.০০.০২১.২০১০-৮০ তারিখ ঃ ২৩/০৯/২০১৮ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সর্বশেষ জবাবে জানানো হয় যে, আয়কর রিটার্নটি আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৮২বিবি(১) ধারার আওতায় দাখিলকৃত বিধায় অধ্যাদেশের ৮২বিবি(২) ধারা মোতাবেক রিটার্নটি প্রসেস করতঃ কম পরিশোধকৃত কর পরিশোধ করার জন্য করদাতাকে পত্র দেয়া হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ আপত্তিটিকে এআইআর এ অন্তর্ভুক্ত করে ব্রডশীট জবাব প্রদানের জন্য ১৪/০৫/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে স্থানীয় অফিস বরাবর পত্র প্রেরণ করা হলেও জবাব না পাওয়ায় ০৪/০৭/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ ইস্যু করা হয় এবং ০৯/০৮/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়, তারপরও জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব বরাবর ২৮/০৮/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারি করা হলে অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের স্মারক নং-০৮.০৩৭.০০১.১১.০০.০২১.২০১০-৮০ তারিখ ঃ ২৩/০৯/২০১৮ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সর্বশেষ জবাবে জানানো হয় যে, আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৮২বিবি(২) ধারা মোতাবেক রিটার্নটি প্রসেস করতঃ কম পরিশোধকৃত আয়কর পরিশোধ করার জন্য করদাতাকে পত্র দেয়া হয়েছে। সর্বশেষ জবাবের প্রেক্ষিতে এ কার্যালয়ের স্মারক নং ২৯৭১/রাজস্ব-৪/Entity Wide Audit/ নি:প্র:/২০১৬-২০১৭/ ১৭৯ তারিখ ঃ ১৬/০৫/২০১৯ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে জানানো হয়েছে যে, কর মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি করে অডিট আপত্তিতে জড়িত টাকা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আয়কর বাবদ কম ধার্যকৃত টাকা আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করে অডিট অফিসকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং-৯

শিরোনাম ঃ **মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিঃ কর্তৃক অননুমোদনযোগ্য ব্যয় মোট আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ কম প্রদান ২,৬৪,১৩,০৭৯/- টাকা (দুই কোটি চৌষট্টি লক্ষ তেরো হাজার ঊনআশি টাকা মাত্র)।**

বিবরণ ঃ কর কমিশনারের কার্যালয়, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা এর ২০১৬-২০১৭ সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিঃ এর ২০১৬-২০১৭ সনের কর নথি, বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অননুমোদনযোগ্য ব্যয় মোট আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ কম প্রদান ২,৬৪,১৩,০৭৯/- টাকা। এ ক্ষেত্রে বৃহৎ করদাতা ইউনিট আয়কর আদায় করতে ব্যর্থ হয়েছে। সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের সরকারি আর্থ-ব্যবস্থাপনার দুর্বলতার কারণে সরকারি কোষাগারে আয়কর কম জমা হয়েছে। যথাসময়ে উক্ত অর্থ আদায় করা হলে সরকারের বাজেটে উহার ইতিবাচক প্রতিফলন ঘটতো। উল্লেখ্য অনুরূপ আপত্তি সিএজি'র বার্ষিক অডিট রিপোর্ট ২০০৭-২০০৯ (অডিট রিপোর্টের পৃষ্ঠা নং-৯, অনুচ্ছেদ-১) এ অন্তর্ভুক্ত আছে। উক্ত আপত্তি দশম জাতীয় সংসদের সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ২১তম বৈঠকে (চতুর্থ রিপোর্ট, নভেম্বর- ২০১৫) আলোচিত হয় এবং উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী "আপত্তিকৃত টাকার মধ্যে ২,৪১,১৯,৮৩১/- টাকা আদায় হওয়ায় ঐ অংশ নিষ্পত্তির সুপারিশ গ্রহণ করা হয়"। (পিএ কমিটির বৈঠকের তারিখ ঃ ০৫/৩/২০১৫ খ্রিঃ, ক্রমিক ৬.১.২(১), পৃষ্ঠা-২৪)।

[বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট '৮' (পৃষ্ঠা: ১১) দ্রষ্টব্য]।

অনিয়মের কারণ ঃ করদাতা কোম্পানি কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত বার্ষিক প্রতিবেদনে নোট-১২.১: Gratuity খাতে চলতি করবর্ষে প্রভিশন করা হয় ৩,০০,০০,০০০/- টাকা। লাভ-ক্ষতি হিসাবে দাবিকৃত সম্পূর্ন টাকা প্রভিশন করা হয়েছে যা আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ২৯ ধারা বিয়োজন অনুমোদনযোগ্য নয়, বিধায় মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য হলেও তা করা হয়নি। বার্ষিক প্রতিবেদনে নোট-৩১: আদার এক্সপেন্স হেডে লস অন সেলস সিকিউরিটিস বাবদ ২৫,৯০,৯৯৩/- টাকা যা শেয়ার বিক্রয়ের বিপরীতে লোকসান হিসাবে বিবেচিত। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৩৭ ধারা অনুযায়ী বিবেচ্য করবর্ষে সমন্বয় না করে অধ্যাদেশের ৪০ ধারা অনুযায়ী পরবর্তী শেয়ার বিক্রয় হতে মূলধনী লাভের সাথে সমন্বয়যোগ্য হলেও তা করা হয়নি। বার্ষিক প্রতিবেদনে নোট-১২.৩: Provision for off Balance sheet items খাতে ৩,৩৪,৪১,৭০৪/- টাকা, প্রভিশন দাবি করা হয়। দাবিকৃত প্রভিশন প্রকৃত খরচ নয়, অনুমিত খরচ যা আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ২৯ ধারা মোতাবেক অনুমোদনযোগ্য নয়, বিধায় মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য হলেও তা করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের নং-০৮.০৩৭.০০১.১১.০০.০২১.২০১০-৮০ তারিখ ঃ ২৩/০৯/২০১৮ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সর্বশেষ জবাবে জানানো হয় যে, নিরীক্ষায় উত্থাপিত আপত্তিসহ অডিট ইস্যু নির্ধারণপূর্বক কর মামলাটি অডিটের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হতে অনুমোদন জ্ঞাপন

করা হয়েছে। অডিট আপত্তির বিষয়গুলি আইনানুগভাবে বিবেচনা করে কর মামলা নিষ্পত্তি করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ আপত্তিটিকে এআইআর এ অন্তর্ভুক্ত করে ব্রডশীট জবাব প্রদানের জন্য ১৪/০৫/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে স্থানীয় অফিস বরাবর পত্র প্রেরণ করা হলেও জবাব না পাওয়ায় ০৪/০৭/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ ইস্যু করা হয় এবং ০৯/০৮/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়, তারপরও জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব বরাবর ২৮/০৮/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারি করা হলে অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের স্মারক নং-০৮.০৩৭. ০০১.১১.০০.০২১. ২০১০-৮০ তারিখ ঃ ২৩/০৯/২০১৮ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সর্বশেষ জবাবে জানানো হয় যে, অডিট আপত্তির বিষয়গুলো আইনানুগভাবে বিবেচনাপূর্বক আয়কর মামলা নিষ্পত্তি করা হবে। সর্বশেষ জবাবের প্রেক্ষিতে এ কার্যালয়ের স্মারক নং ২৯৭১/রাজস্ব-৪/Entity Wide Audit/নিঃপ্রঃ/২০১৬-২০১৭/১৭৯ তারিখ ঃ ১৬/৫/২০১৯ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে জানানো হয়েছে যে, কর মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি করে অডিট আপত্তিতে জড়িত টাকা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আয়কর বাবদ কম ধার্যকৃত টাকা আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করে অডিট অফিসকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং-১০

শিরোনাম ঃ **রিজেন্ট টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ কর্তৃক রপ্তানিমূল্যের উপর উৎসে কর্তনযোগ্য করের বিপরীতে আয় নিরূপণ না করায় আয়কর বাবদ কম প্রদান ১,২৪,০০,৫৪৭/- টাকা (এক কোটি চব্বিশ লক্ষ পাঁচ শত সাতচল্লিশ টাকা মাত্র)।**

বিবরণ ঃ কর কমিশনারের কার্যালয়, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা এর ২০১৬-২০১৭ সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে রিজেন্ট টেক্সটাইল মিলস লিঃ এর ২০১৬-২০১৭ সনের কর নথি, বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, রপ্তানিমূল্যের উপর উৎসে কর্তনযোগ্য করের বিপরীতে আয় নিরূপণ না করায় আয়কর বাবদ কম প্রদান করা হয়েছে ১,২৪,০০,৫৪৭/- টাকা। এ ক্ষেত্রে বৃহৎ করদাতা ইউনিট আয়কর আদায় করতে ব্যর্থ হয়েছে। সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের সরকারি আর্থ-ব্যবস্থাপনার দুর্বলতার কারণে সরকারি কোষাগারে আয়কর কম জমা হয়েছে। যথাসময়ে উক্ত অর্থ আদায় করা হলে সরকারের বাজেটে উহার ইতিবাচক প্রতিফলন ঘটতো।

[বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট '৯' (পৃষ্ঠা: ১২) দ্রষ্টব্য]।

অনিয়মের কারণ ঃ করদাতা কোম্পানি কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত বার্ষিক প্রতিবেদনের নোট-৮.১.১ এবং ৮.১.২: আর এম জি এবং হোমটেক্স রপ্তানী বিক্রয় আয় বৎসরে প্রাপ্ত যথাক্রমে (৮৭,২৯,৬০,৪০৮ + ৮১,০২,৮৮,৪৩৬) = ১৬৮,৩২,৪৮,৮৪৪/- টাকা। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩বিবি অনুযায়ী ০.৬০% হারে মোট রপ্তানিমূল্যের উপর উৎসে কর (১৬৮,৩২,৪৮,৮৪৪×০.৬০%) =১,০০,৯৯,৪৯৩/- টাকা কর্তন/আদায়যোগ্য। কিন্তু ব্যাংক প্রত্যয়নপত্র হতে দেখা যায় কর্তন/আদায় করা হয়েছে ৩৮,১৯,৭১১/- টাকা। ফলে (১,০০,৯৯,৪৯৩-৩৮,১৯,৭১১) = ৬২,৭৯,৭৮২/- টাকা কম কর্তন/আদায় করা হয়েছে। এসআরও নং ১৯৩ আইন/আয়কর/২০১৫ তারিখ ঃ ৩০/০৬/২০১৫ খ্রিঃ অনুযায়ী অর্জিত আয়ের উপর ১৫% হারে আয়কর কর্তনযোগ্য। কম কর্তিত উৎসে করের বিপরীতে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৮২সি(৪) ধারা মোতাবেক নিরূপণযোগ্য আয় (৬২,৭৯,৭৮২ × ১০০÷১৫) =৪,১৮,৬৫,২১৩/- টাকা যা মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য হলেও তা করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের স্মারক নং-০৮.০৩৭.০০১.১১.০০.০২১.২০১০-৮০ তারিখ ঃ ২৩/০৯/২০১৮ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সর্বশেষ জবাবে জানানো হয় যে, নিরীক্ষায় উত্থাপিত আপত্তিসহ অডিট ইস্যু নির্ধারণপূর্বক কর মামলাটি অডিটের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নথি নং-০৮.০১.০০০০.০৪১.০১.০০২.১৭-৩১৩, তারিখ ঃ ১২/০২/২০১৮ খ্রিঃ এর মাধ্যমে অনুমোদন জ্ঞাপন করা হয়েছে। অডিট আপত্তির বিষয়গুলো আইনানুগভাবে বিবেচনা করে কর মামলা নিষ্পত্তি করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ আপত্তিটিকে এআইআর এ অন্তর্ভুক্ত করে ব্রডশীট জবাব প্রদানের জন্য ১৪/০৫/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে স্থানীয় অফিস বরাবর পত্র প্রেরণ করা হলেও জবাব না পাওয়ায় ০৪/০৭/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ ইস্যু করা হয় এবং ০৯/০৮/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়, তারপরও জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব বরাবর ২৮/০৮/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারি করা হলে অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের স্মারক নং-০৮.০৩৭.০০১. ১১.০০.০২১.২০১০-৮০ তারিখ ঃ ২৩/০৯/২০১৮ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সর্বশেষ জবাবে জানানো হয় যে, অডিট আপত্তির বিষয়গুলো আইনানুগভাবে বিবেচনা করে আয়কর মামলা নিষ্পত্তি করা হবে। সর্বশেষ জবাবের প্রেক্ষিতে এ কার্যালয়ের স্মারক নং ২৯৭১/রাজস্ব-৪/Entity Wide Audit/নি: প্র:/২০১৬-২০১৭/১৭৯ তারিখ ঃ ১৬/৫/২০১৯ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে জানানো হয়েছে যে, কর মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি করে অডিট আপত্তিতে জড়িত টাকা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আয়কর বাবদ কম প্রদানকৃত টাকা আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করে অডিট অফিসকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং-১১

শিরোনাম ঃ **এপেক্স ট্যানারী লিঃ কর্তৃক অননুমোদনযোগ্য ব্যয় মোট আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ কম প্রদান ৬৭,৭২,৩৭৫/- টাকা (সাতষট্টি লক্ষ বাহাত্তর হাজার তিন শত পঁচাত্তর টাকা মাত্র)।**

বিবরণ ঃ কর কমিশনারের কার্যালয়, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা এর ২০১৬-২০১৭ সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে এপেক্স ট্যানারী লিঃ এর ২০১৬-২০১৭ সনের কর নথি, বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অননুমোদনযোগ্য ব্যয় মোট আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপন করায় আয়কর বাবদ কম প্রদান করা হয়েছে ৬৭,৭২,৩৭৫/- টাকা।

এ ক্ষেত্রে বৃহৎ করদাতা ইউনিট আয়কর আদায় করতে ব্যর্থ হয়েছে। সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের সরকারি আর্থ-ব্যবস্থাপনার দুর্বলতার কারণে সরকারি কোষাগারে আয়কর কম জমা হয়েছে। যথাসময়ে উক্ত অর্থ আদায় করা হলে সরকারের বাজেটে উহার ইতিবাচক প্রতিফলন ঘটতো। উল্লেখ্য অনুরূপ আপত্তি সিএজি'র বার্ষিক অডিট রিপোর্ট ২০০৭-০৯ (অডিট রিপোর্টের পৃষ্ঠা নং-৯, অনুচ্ছেদ-১) এ অন্তর্ভুক্ত আছে। উক্ত আপত্তি দশম জাতীয় সংসদের সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ২১তম বৈঠকে (চতুর্থ রিপোর্ট, নভেম্বর- ২০১৫) আলোচিত হয় এবং উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী "আপত্তিকৃত টাকার মধ্যে ২,৪১,১৯,৮৩১/- টাকা আদায় হওয়ায় ঐ অংশ নিষ্পত্তির সুপারিশ গ্রহণ করা হয়"। (পিএ কমিটির বৈঠকের তারিখ ০৫/৩/২০১৫ খ্রিঃ, ক্রমিক ৬.১.২(১), পৃষ্ঠা-২৪)।

[বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট '১০' (পৃষ্ঠা: ১৩) দ্রষ্টব্য]।

অনিয়মের কারণ ঃ করদাতা কোম্পানির নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণীর নোট ২৭: Sales Commission খাতে খরচ দেখানো হয়েছে মোট = ৭,৫৩,৪৪,০৩৬/- (নিবাসী ৬,০৩,৮৬,৬৯২/-এবং অনিবাসী ১,৪৯,৫৭,৩৪৪/-) । আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩ই(১) অনুযায়ী কমিশন, ডিসকাউন্ট বা ফিস হতে ১০% হারে এবং ৫৬(১) অনুযায়ী অনিবাসীর জন্য ২০% হারে সর্বমোট উৎসে আয়কর কর্তনযোগ্য ৯০,৩০,১৩৭/- (৬,০৩,৮৬,৬৯২× ১০% এবং ১,৪৯,৫৭,৩৪৪ × ২০%) টাকা। কিন্তু কর্তন করা হয়েছে ৬৩,২১,১৮৭/- টাকা। ফলে কম কর্তন করা হয়েছে (৯০,৩০,১৩৭ - ৬৩,২১,১৮৭) = ২৭,০৮,৯৫০/- টাকা যা আনুপাতিক হারে (২৭,০৮,৯৫০×১০০÷১০) = ২,৭০,৮৯,৫০০/- টাকা অনুমোদনযোগ্য নয় বিধায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৩০(এএ) ধারা অনুযায়ী মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য হলেও তা করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের স্মারক নং-০৮.০৩৭.০০১.১১.০০.০২১.২০১০-৮০ তারিখ ঃ ২৩/০৯/২০১৮ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সর্বশেষ জবাবে জানানো হয় যে, নিরীক্ষায় উত্থাপিত আপত্তিসহ অডিট ইস্যু নির্ধারণপূর্বক কর মামলাটি অডিটের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হতে

অনুমোদন জ্ঞাপন করা হয়েছে। অডিট আপত্তির বিষয়গুলি আইনানুগভাবে বিবেচনা করে কর মামলা নিষ্পত্তি করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ আপত্তিটিকে এআইআর এ অন্তর্ভুক্ত করে ব্রডশীট জবাব প্রদানের জন্য ১৪/০৫/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে স্থানীয় অফিস বরাবর পত্র প্রেরণ করা হলেও জবাব না পাওয়ায় ০৪/০৭/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ ইস্যু করা হয় এবং ০৯/০৮/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়, তারপরও জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব বরাবর ২৮/০৮/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারি করা হলে অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের স্মারক নং-০৮.০৩৭.০০১.১১.০০.০২১.২০১০-৮০ তারিখ ঃ ২৩/০৯/২০১৮ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সর্বশেষ জবাবে জানানো হয় যে, অডিট আপত্তির বিষয়গুলো আইনানুগভাবে বিবেচনা করে আয়কর মামলা নিষ্পত্তি করা হবে। সর্বশেষ জবাবের প্রেক্ষিতে এ কার্যালয়ের স্মারক নং ২৯৭১/রাজস্ব-৪/Entity Wide Audit/নিঃপ্রঃ/২০১৬-২০১৭/১৭৯ তারিখ ঃ ১৬/৫/২০১৯ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে জানানো হয়েছে যে, কর মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি করে অডিট আপত্তিতে জড়িত টাকা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আয়কর বাবদ কম ধার্যকৃত টাকা আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করে অডিট অফিসকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং-১২

শিরোনাম ঃ **ঢাকা ব্যাংক লিঃ কর্তৃক অননুমোদনযোগ্য ব্যয় মোট আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ কম প্রদান ৪৫,০৬,৩৭০/- টাকা (পঁয়তাল্লিশ লক্ষ ছয় হাজার তিনশত সত্তর টাকা মাত্র)।**

বিবরণ ঃ কর কমিশনারের কার্যালয়, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা এর ২০১৬-২০১৭ সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে ঢাকা ব্যাংক লিঃ এর ২০১৬-২০১৭ সনের কর নথি, বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অননুমোদনযোগ্য ব্যয় মোট আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ কম প্রদান করা হয়েছে ৪৫,০৬,৩৭০/- টাকা । এ ক্ষেত্রে বৃহৎ করদাতা ইউনিট আয়কর আদায় করতে ব্যর্থ হয়েছে। সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের সরকারি আর্থ-ব্যবস্থাপনার দুর্বলতার কারণে সরকারি কোষাগারে আয়কর কম জমা হয়েছে। যথাসময়ে উক্ত অর্থ আদায় করা হলে সরকারের বাজেটে উহার ইতিবাচক প্রতিফলন ঘটতো। উল্লেখ্য অনুরূপ আপত্তি সিএজি'র বার্ষিক অডিট রিপোর্ট ২০০৭-২০০৯ (অডিট রিপোর্টের পৃষ্ঠা নং-৯, অনুচ্ছেদ-১) এ অন্তর্ভুক্ত আছে। উক্ত আপত্তি দশম জাতীয় সংসদের সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ২১তম বৈঠকে (চতুর্থ রিপোর্ট, নভেম্বর- ২০১৫) আলোচিত হয় এবং উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী "আপত্তিকৃত টাকার মধ্যে ২,৪১,১৯,৮৩১/- টাকা আদায় হওয়ায় ঐ অংশ নিষ্পত্তির সুপারিশ গ্রহণ করা হয়"। (পিএ কমিটির বৈঠকের তারিখ ০৫/৩/২০১৫ খ্রিঃ, ক্রমিক ৬.১.২(১), পৃষ্ঠা-২৪)।

[বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট '১১' (পৃষ্ঠা: ১৪) দ্রষ্টব্য]।

অনিয়মের কারণ ঃ করদাতা কোম্পানি কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত বার্ষিক প্রতিবেদনে নোট-৩১: বিজ্ঞাপন বাবদ ৭,৬৯,৬৫,১৫২/- টাকা খরচ দাবি করা হয়। আইটি-৮৮ হতে দেখা যায় যে, দাবিকৃত খরচ হতে ১,০০,৩৮,৯৩৩/- টাকা ভ্যাট বাদে ৬,৬৯,২৬,২১৯/- টাকার উপর ৪% হারে ২৬,৭৭,০৪৯/- টাকা উৎসে আয়কর কর্তন করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, 'মূসক আইন' ১৯৯১ এর ৫৬(১)(ক) ধারা মোতাবেক সরকারি পাওনা/ বিজ্ঞাপনের ভ্যাট সেবা প্রদানকারীর দায় বিধায় সেবা গ্রহণকারীর খরচ হিসাবে অননুমোদনযোগ্য। সুতরাং আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩কে অনুযায়ী ৭,৬৯,৬৫,১৫২/- টাকার উপর ৪% হারে উৎসে আয়কর কর্তনযোগ্য ৩০,৭৮,৬০৬/- টাকা। ফলে কম কর্তন করা হয়েছে (৩০,৭৮,৬০৬ - ২৬,৭৭,০৪৯)= ৪,০১,৫৫৭/- টাকা । প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উৎসে আয়কর কম কর্তন করায় দাবিকৃত খরচের মধ্যে আনুপাতিক হারে (৪,০১,৫৫৭×১০০÷৪) = ১,০০,৩৮,৯২৫/- টাকা অননুমোদনযোগ্য যা আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৩০(এএ) ধারা অনুযায়ী মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য হলেও তা করা হয়নি।

বার্ষিক প্রতিবেদনে নোট-২৮ রেন্ট বাবদ মোট ৩০,৪৫,৭৭,৪৩০/- টাকা হতে ভ্যাট বাদে ২৭,৮৩,০৩,১৪৬/- টাকার উপর উৎসে আয়কর কর্তন করা হলেও ১৫০ স্কয়ার ফিট এর নীচের স্থাপনার ভাড়া বাবদ ১২,২৭,০০০/- টাকার উপর উৎসে আয়কর কর্তন করা হয়নি। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৫৩এ ধারা এবং বিধি-১৭ অনুযায়ী যে কোন অংকের ভাড়ার উপর ৫% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উৎসে আয়কর কর্তন না করায় দাবিকৃত ১৫০ স্কয়ার ফিট এর নীচের স্থাপনার ভাড়া বাবদ ১২,২৭,০০০/- টাকা আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৩০(এএ) ধারা অনুযায়ী মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য হলেও তা করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের স্মারক নং-০৮.০৩৭.০০১.১১.০০.০২১.২০১০-৮০ তারিখ ঃ ২৩/০৯/২০১৮ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সর্বশেষ জবাবে জানানো হয় যে, (১) উৎসে আয়কর ও ভ্যাট কর্তন প্রযোজ্য এমন ব্যয় দাবীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হারে ভ্যাট কর্তনপূর্বক অবশিষ্ট অংকের উপর উৎসে আয়কর কর্তন প্রযোজ্য হয়। উল্লেখ্য যে, ভ্যাট এর উপর উৎসে আয়কর প্রযোজ্য নয়। (২) স্থাপনার ভাড়া বাবদ ব্যয়িত ১২,২৭,০০০/- টাকার উপর ৫% হারে উৎসে আয়কর বাবদ ৬১,৩৫০/- টাকা কর্তন করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠানের জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৫৩ কে ধারা অনুযায়ী যে কাউকে বিজ্ঞাপন বিল পরিশোধকালে ৪% হারে উৎসে আয়কর কর্তনযোগ্য। এছাড়াও অডিটি প্রতিষ্ঠান জবাবে যে আদেশের কথা বলেছে তা নিরীক্ষা পরবর্তী বৎসর হতে কার্যকর। আপত্তিটিকে এআইআর এ অন্তর্ভুক্ত করে ব্রডশীট জবাব প্রদানের জন্য ১৪/০৫/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে স্থানীয় অফিস বরাবর পত্র প্রেরণ করা হলেও জবাব না পাওয়ায় ০৪/০৭/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ ইস্যু করা হয় এবং ০৯/০৮/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়, তারপরও জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব বরাবর ২৮/০৮/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারি করা হলে অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের স্মারক নং-০৮.০৩৭. ০০১.১১.০০. ০২১.২০১০-৮০ তারিখ ঃ ২৩/০৯/২০১৮ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সর্বশেষ জবাবে জানানো হয় যে স্থাপনার ভাড়া বাবদ ব্যয়িত ১২,২৭,০০০/- টাকার উপর ৫% হারে উৎসে আয়কর বাবদ ৬১,৩৫০/- টাকা কর্তন করা হয়েছে। সর্বশেষ জবাবের প্রেক্ষিতে এ কার্যালয়ের স্মারক নং ২৯৭১/রাজস্ব-৪/Entity Wide Audit/ নিঃপ্র:/২০১৬-২০১৭/১৭৯ তারিখ ঃ ১৬/৫/২০১৯ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে জানানো হয়েছে যে, (১) বিজ্ঞাপন বাবদ ব্যয়িত ৭,৬৯,৬৫,১৫২/- টাকা মূসকসহ যার ভিত্তিমূল্য ৬,৬৯,২৬,২১৯/- টাকা দাবী করা হয়েছে তার স্বপক্ষে বিজ্ঞাপন সংস্থার কর্তৃপক্ষ দাখিলকৃত ভ্যাট অফিসার কর্তৃক প্রত্যায়িত মূসক-১১ প্রেরণ করা হয়নি। (২) স্থাপনার ভাড়া বাবদ ব্যয়িত ১২,২৭,০০০/- টাকার উপর ৫% হারে উৎসে আয়কর বাবদ ৬১,৩৫০/- টাকা কর্তন ও জমার সমর্থনে চালান প্রেরণ করা হয়নি। অডিট আপত্তিতে জড়িত টাকা আদায় করা আবশ্যক।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আয়কর বাবদ কম ধার্যকৃত টাকা আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করে অডিট অফিসকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং-১৩

শিরোনাম ঃ **এপেক্স ফুটওয়্যার লিঃ কর্তৃক রপ্তানিমূল্যের উপর উৎসে কম কর্তিত করের বিপরীতে আয় নিরূপণ না করায় আয়কর বাবদ কম প্রদান ৯৩,৭৮,৬৭৩/- টাকা (তিরানব্বই লক্ষ আটাত্তর হাজার ছয়শত তিয়াত্তর টাকা মাত্র)।**

বিবরণ ঃ কর কমিশনারের কার্যালয়, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা এর ২০১৬-২০১৭ সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে এপেক্স ফুটওয়্যার লিঃ এর ২০১৬-২০১৭ সনের কর নথি, বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, রপ্তানিমূল্যের উপর উৎসে কম কর্তিত করের বিপরীতে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৮২সি ধারা মোতাবেক আয় নিরূপণ না করায় আয়কর বাবদ কম প্রদান করা হয়েছে ৯৩,৭৮,৬৭৩/- টাকা। এ ক্ষেত্রে বৃহৎ করদাতা ইউনিট আয়কর আদায় করতে ব্যর্থ হয়েছে। সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের সরকারি আর্থ-ব্যবস্থাপনার দুর্বলতার কারণে সরকারি কোষাগারে আয়কর কম জমা হয়েছে। যথাসময়ে উক্ত অর্থ আদায় করা হলে সরকারের বাজেটে উহার ইতিবাচক প্রতিফলন ঘটতো।

[বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট '১২' (পৃষ্ঠা: ১৫) দ্রষ্টব্য]।

অনিয়মের কারণ ঃ করদাতা কোম্পানি কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত বার্ষিক প্রতিবেদনের নোট-২৪: প্রদর্শিত রপ্তানি বিক্রয় সর্বমোট ৯৫৪,৬৮,৭৭,৩৩৪/- টাকা প্রদর্শন করা হয়। রপ্তানির বিপরীতে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩বিবি অনুযায়ী ০.৬০% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য ৫,৭২,৮১,২৬৪/- টাকা। কিন্তু ব্যাংক প্রত্যয়নপত্র হতে দেখা যায় রপ্তানি বিক্রয়ের বিপরীতে উৎসে কর্তিত করের পরিমাণ ৪,৭৯,০২,৬০০/- টাকা। ফলে (৫,৭২,৮১,২৬৪-৪,৭৯,০২,৬০০)= ৯৩,৭৮,৬৬৪/- টাকা কম কর্তন করা হয়েছে যার বিপরীতে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৮২সি ধারায় করদাতা করারোপ ২৫% হারে (৯৩,৭৮,৬৬৪×১০০÷২৫) = ৩,৭৫,১৪,৬৫৬/- টাকা মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য হলেও তা করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের স্মারক নং-০৮.০৩৭.০০১.১১.০০.০২১. ২০১০-৮০ তারিখ ঃ ২৩/০৯/২০১৮ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সর্বশেষ জবাবে জানানো হয় যে, নিরীক্ষায় উত্থাপিত আপত্তিসহ অডিট ইস্যু নির্ধারণপূর্বক কর মামলাটি অডিটের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হতে অনুমোদন জ্ঞাপন করা হয়েছে। অডিট আপত্তির বিষয়গুলো আইনানুগভাবে বিবেচনা করে কর মামলা নিষ্পত্তি করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ আপত্তিটিকে এআইআর এ অন্তর্ভুক্ত করে ব্রডশীট জবাব প্রদানের জন্য ১৪/০৫/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে স্থানীয় অফিস বরাবর পত্র প্রেরণ করা হলেও জবাব না পাওয়ায় ০৪/০৭/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ ইস্যু করা হয় এবং ০৯/০৮/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়, তারপরও জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব বরাবর ২৮/০৮/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারি করা হলে অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের স্মারক নং-০৮.০৩৭.০০১.১১.০০.০২১. ২০১০-৮০ তারিখ ঃ ২৩/০৯/২০১৮ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সর্বশেষ জবাবে জানানো হয় যে, অডিট আপত্তির বিষয়গুলো আইনানুগভাবে বিবেচনা করে আয়কর মামলা নিষ্পত্তি করা হবে। সর্বশেষ জবাবের প্রেক্ষিতে এ কার্যালয়ের স্মারক নং ২৯৭১/রাজস্ব-৪/Entity Wide Audit/ নি:প্র:/২০১৬-২০১৭/১৭৯ তারিখ ঃ ১৬/৫/২০১৯ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে জানানো হয়েছে যে, কর মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি করে অডিট আপত্তিতে জড়িত টাকা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আয়কর বাবদ কম ধার্যকৃত টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করে অডিট অফিসকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং-১৪

শিরোনাম ঃ **আর,এ,কে সিরামিকস্ (বাংলাদেশ) লিঃ কর্তৃক অননুমোদনযোগ্য ব্যয় মোট আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ কম প্রদান ৫২,৬৩,১৩৪/- টাকা (বায়ান্ন লক্ষ তেষট্টি হাজার একশত চৌত্রিশ টাকা মাত্র)।**

বিবরণ ঃ কর কমিশনারের কার্যালয়, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা এর ২০১৬-২০১৭ সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে আর,এ,কে সিরামিকস্ (বাংলাদেশ) লিঃ এর ২০১৬-২০১৭ সনের কর নথি, বার্ষিক নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অননুমোদনযোগ্য ব্যয় মোট আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ কম প্রদান ৫২,৬৩,১৩৪/- টাকা।

এ ক্ষেত্রে বৃহৎ করদাতা ইউনিট আয়কর আদায় করতে ব্যর্থ হয়েছে। সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের সরকারি আর্থ-ব্যবস্থাপনার দুর্বলতার কারণে সরকারি কোষাগারে আয়কর কম জমা হয়েছে। যথাসময়ে উক্ত অর্থ আদায় করা হলে সরকারের বাজেটে উহার ইতিবাচক প্রতিফলন ঘটতো। উল্লেখ্য অনুরূপ আপত্তি সিএজি'র বার্ষিক অডিট রিপোর্ট ২০০৭-২০০৯ (অডিট রিপোর্টের পৃষ্ঠা নং-৯, অনুচ্ছেদ-১) এ অন্তর্ভুক্ত আছে। উক্ত আপত্তি দশম জাতীয় সংসদের সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ২১তম বৈঠকে (চতুর্থ রিপোর্ট, নভেম্বর- ২০১৫) আলোচিত হয় এবং উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী "আপত্তিকৃত টাকার মধ্যে ২,৪১,১৯,৮৩১/- টাকা আদায় হওয়ায় ঐ অংশ নিষ্পত্তির সুপারিশ গ্রহণ করা হয়"। (পিএ কমিটির বৈঠকের তারিখ ০৫/৩/২০১৫ খ্রিঃ, ক্রমিক ৬.১.২(১), পৃষ্ঠা-২৪)।

[বিস্তারিত বিবরণ ২য় খণ্ডের পরিশিষ্ট '১৩' (পৃষ্ঠা: ১৬) দ্রষ্টব্য]।

অনিয়মের কারণ ঃ করদাতা কোম্পানী কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত বার্ষিক প্রতিবেদনে নোট-১৭: Gratuity খাতে চলতি করবর্ষে প্রভিশন করা হয় ২,১০,৫২,৫৩৬/- টাকা। লাভ-ক্ষতি হিসাবে দাবিকৃত সম্পূর্ন টাকা প্রভিশন করা হয়েছে যা প্রকৃত খরচ নয়, অনুমিত ব্যয় দাবি বিধায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ২৯ ধারা অনুযায়ী বিয়োজন অনুমোদনযোগ্য নয়, বিধায় মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য হলেও তা করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের স্মারক নং-০৮.০৩৭.০০১.১১.০০.০২১. ২০১০-৮০ তারিখ ঃ ২৩/০৯/২০১৮ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সর্বশেষ জবাবে জানানো হয় যে, আপত্তির বিষয়গুলো আইনানুগভাবে বিবেচনা করে কর মামলা নিষ্পত্তি করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ আপত্তিটিকে এআইআর এ অন্তর্ভুক্ত করে ব্রডশীট জবাব প্রদানের জন্য ১৪/০৫/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে স্থানীয় অফিস বরাবর পত্র প্রেরণ করা হলেও জবাব না পাওয়ায় ০৪/০৭/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ ইস্যু করা হয় এবং ০৯/০৮/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়, তারপরও জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব বরাবর ২৮/০৮/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারি করা হলে অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের স্মারক নং-০৮.০৩৭.০০১.১১.০০.০২১. ২০১০-৮০ তারিখ ঃ ২৩/০৯/২০১৮ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সর্বশেষ জবাবে জানানো হয় যে, আপত্তির বিষয়গুলি আইনানুগভাবে বিবেচনা করে আয়কর মামলা নিষ্পত্তি করা হবে। সর্বশেষ জবাবের প্রেক্ষিতে এ কার্যালয়ের স্মারক নং ২৯৭১/রাজস্ব-৪/Entity Wide Audit/নি:প্র:/২০১৬-২০১৭/১৭৯ তারিখ ঃ ১৬/৫/২০১৯ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে জানানো হয়েছে যে, কর মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি করে অডিট আপত্তিতে জড়িত টাকা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ আয়কর বাবদ কম ধার্যকৃত টাকা আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করে অডিট অফিসকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

২২.১২.২০১৯
(আবুল কালাম আজাদ)
মহাপরিচালক
স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর।